অধ্যায় ২

আইএসও ২৬০০০ কী?

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডারডাইজেশন (আইএসও) বিশ্বের ১৫৭টি জাতির ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইন্সটিটিউটসমূহের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। এখানে প্রতিটি দেশ থেকে একজন সদস্য থাকেন। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সচিবালয় থেকে যাবতীয় প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়। আইএসও একটি নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন বা এনজিও, এর সদস্য নির্বাচিত হয় সরকারি প্রতিনিধি অথবা কিভাবে একটি দেশ তাদের স্ট্যান্ডার্ডস ইন্সটিটিউট গঠন করে তার ভিত্তিতে অথবা সেদেশের সরকার কিভাবে তার আইএসও সদস্য/প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের বাণিজ্যিক সংগঠনসমূহ বা জাতীয় অংশীদারিত্ব থেকে সেই ভিত্তিতে। ফলে, ব্যবসা ও সমাজের বৃহত্তর চাহিদা পূরণ করার স্বার্থে আইএসও উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার ভূমিকা পালন করতে পারে যার মাধ্যমে ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব, ভোক্তা ও স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয়তা এখানে গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই) ১৯৭৪ সালে আইএসও-এর সদস্য পদ লাভ করে।

আইএসও ২৬০০০ সামাজিক দায়িত্বশীলতার আন্তর্জাতিক নির্দেশনা মান হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী সামাজিক দায়িত্বশীলতা ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছু দেশ আইএসও ২৬০০০ এর কার্যকারিতা ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি শুল্ক-হীন বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিনা, সেই বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু, বাস্তবতা এই যে কোম্পানিগুলো যদি তাদের পণ্য বা পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিসহ আইএসও ২৬০০০ এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে তারা বাজারে সুবিধা প্রাপ্তদের অবস্থানেই থাকবে।

এক নজরে আইএসও ২৬০০০ নির্দেশিকা

আইএসও ২৬০০০ মূলত সামাজিক দায়িত্বশীলতার দুইটি মূল ভিত্তিকে গুরুত্ব দেয় সামাজিক দায়িত্বশীলতার সাতটি মূলনীতি এবং সাতটি মূল বিষয়। আগামী দুই অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে। কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক দায়িত্বশীলতাকে একীভূত করা যায় সেই ব্যাপারেও আইএসও ২৬০০০ নির্দেশনা দেয়। আইএসও অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নির্দেশনাটির ইলেক্ট্রনিক ভার্সন পাওয়া যায়।[১]

[১] http://www.mdos.si/Files/ISO_FDIS_26000_final%20draft.pdf